

ইসলামী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রাণপুরুষ
সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
কবি মতিউর রহমান মল্লিকের গানের বই

মল্লিকের গান



সাইমুম

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী

www.saimumbd.com

www.amarboi.org

সম্পাদক

হুসনে মোবারক

নির্বাহী সম্পাদক

রবিউল ইসলাম ফয়সল

সম্পাদনা সহযোগি

আবদুল বাতেন

মারুফ আল্লাম

নওশাদ মাহফুজ

আহমদ আল আমিন

ভৌফিক মাহমুদ

মোঃ নুরুদ্দীন

সোহাইল আহমদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মীর কাসেম আলী

ডাঃ ফখরুদ্দীন মানিক

মো. দেলাওয়ার হোসেন

মু. সোহেল খান

মোহাম্মদ আবু নাছের

সাবিনা মল্লিক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

নাসির উদ্দিন

প্রকাশকাল- ১ মার্চ ২০১১

প্রকাশনা ও সর্বস্বত্ব

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী

www.saimumbd.com

পরিবেশক

সমন্বিত সাংস্কৃতিক সংসদ (সসাস)

বিনিময়: পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

“আমার গানের ভাষা জীবনের সাথে যেন
মিলেমিশে হয় একাকার”

বিশ্বাস দ্বারাই মানবসত্ত্বা পরিচালিত মূলত । কবি মতিউর
রহমান মল্লিকের গানের ভাষা তাঁর বিশ্বাসের অকপট
প্রকাশ ।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের ভাষার সারল্য, বিষয়ের
গভীরতা, শব্দ বুননের কৌশল এবং জীবন বোধের প্রগাঢ়তা
তাঁর গানকে করেছে ঐশ্বর্য মণ্ডিত ।

কবি মতিউর রহমান মল্লিকের নিজের কণ্ঠে গাওয়া
পঁয়তাল্লিশটি গান নিয়ে বইটির প্রকাশ । সংকলনটি
প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য, ছোট্ট করে হলেও সবার হাতে কবি
মতিউর রহমান মল্লিকের জনপ্রিয় গানগুলো পৌঁছে দেয়া ।
পরবর্তি সংকলনে ‘মল্লিকের গান সমগ্র’ বের করার ইচ্ছা
রইলো । ‘মল্লিকের গান’ সংকলনটি প্রকাশের পেছনে
রয়েছে সাইমুমের শিল্পীদের অক্লান্ত পরিশ্রম । যথা সম্ভব
চেষ্টার পরেও ভুল-ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয় । সুহৃদ পাঠকের
পরামর্শ পরবর্তি সংস্করণকে আরো সমৃদ্ধ করবে ।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন ।

ছসনে মোবারক

পরিচালক

সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠী

১ মার্চ ২০১১

গানের সূচি

০১. তোমার সৃষ্টি যদি	০৭
০২. এলো কে কাবার ধারে	০৮
০৩. গান শোনাতে পারি	১০
০৪. আন্দোলন সেতো জীবনের অন্য নাম	১১
০৫. যদি কেউ বুঝে থাক মুসলিম মরে গেছে	১২
০৬. এ আকাশ মেঘে ঢাকা রবে না	১৪
০৭. যা কিছু করতে চাও করতে পারো	১৫
০৮. কথায় কাজে মিল দাও	১৬
০৯. এখানে কি কেউ নেই	১৭
১০. ধৈর্য ধারণ করার শক্তি	১৮
১১. ঘন দূর্যোগ পথে দূর্ভোগ	১৯
১২. এই দূর্যোগে এই দূর্ভোগে আজ	২০
১৩. জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বীর মুজাহিদ	২১
১৪. আমার গানের ভাষা জীবনের সাথে	২২
১৫. কোন সাহসে চাও নেভাতে	২৩
১৬. দৃষ্টি তোমার খুলে রাখ	২৪
১৭. রোদের ভেতর ইলশে গুড়ি	২৫
১৮. হে খোদা মোর হৃদয় হতে	২৬
১৯. এই দুটি চোখ দিয়েছ বলে	২৭
২০. সে কোন বন্ধু বলো	২৮
২১. না হয় হলো মন শুকনো কোন	২৯
২২. আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে	৩০
২৩. কি হবে হতাশ হয়ে	৩১

গানের সূচি

২৪. উত্তাপে উজ্জ্বল রক্তিম সময়ে	৩২
২৫. চলো চলো চলো মুজাহিদ	৩৩
২৬. পৃথিবী আমার আসল	৩৫
২৭. জিহাদ করতে চাই আমি	৩৬
২৮. মাঠ ভরা ঐ সবুজ দেখে	৩৭
২৯. দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ	৩৮
৩০. এসো গাই আল্লাহ নামের গান	৩৯
৩১. হঠাৎ করে জীবন দেয়া	৪০
৩২. সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে	৪১
৩৩. একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকে না	৪২
৩৪. সাহসের সাথে কিছু স্বপ্ন জড়াও	৪৩
৩৫. জিহাদের মানে হলো বাচঁতে শেখা	৪৪
৩৬. বজ্র আঘাতে ভাঙ্গে এক সাথে	৪৫
৩৭. এত শহীদ রক্ত ঢালে	৪৬
৩৮. সংগঠনকে ভালোবাসি আমি	৪৭
৩৯. কার কতটা ঈমান আছে	৪৮
৪০. আমরা বলেন ঘর ছেড়ে তুই	৪৯
৪১. কেউ ছুঁতে চায় তারার আলো	৫০
৪২. এই গুনাহগার প্রভু	৫২
৪৩. রাসুল আমার ভালোবাসা	৫৩
৪৪. গান আমার কাঁদেদে	৫৫
৪৫. টিক টিক টিক টিক যে ঘড়িটা	৫৬



তোমার সৃষ্টি যদি

তোমার সৃষ্টি যদি হয় এত সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর
সেই কথা ভেবে ভেবে কেটে যায় লগ্ন
ভরে যায় তৃষিত এ অন্তর ।

যে পাখি পালিয়ে গেল সুদূরে
যে নদী হারিয়ে গেল তেপান্তরে
সেই পাখি সেই নদী যদি এত সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর ।

যে তারা ছড়ায় হাসি আকাশে
যে ফুল সুরভি ঢালে বাতাসে
সেই তারা সেই ফুল যদি এত সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর ।

যে মানুষ মানুষের বেদনায়
কেঁদেছিলো আজীবন মদীনায়
সে মানুষ যদি এত সুন্দর
না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর ।

এলো কে কাবার ধারে

এলো কে কাবার ধারে আঁধার চিরে চিনিস নাকি রে
ও কে ও মা আমিনার কোল জুড়ে চাঁদ জানিস
নাকি রে ।

মুতালিব আজকে কেন বেহঁশ হেন বক্ষে খুশির বান
বেদনার সুপ্ত ক্ষতে হাত বুলাতে কার এ আগমন
সাহারার হৃদয় ভরা ঝর্ণা ধারা বইলো নাকি রে ।

বাগিচায় ছন্দ বিলায় বুলবুলি হায়
আজ সে দিওয়ানা
চুমু খায় প্রেমের ভাষায় গভীর নেশায়
পেয়ে পরওয়ানা
গোলাপের অধর ভরে খুশবু ঝরে রয়না বাকী রে ।

আকাশে ভোরের রবি মুগ্ধ কবি আবেগ ছলছল
বাতাসে ছন্দ অতুল গন্ধ বকুল সোহাগ টলমল
সাগরের উর্মি মালায় দুদোল দোলায়
কার এ রাখী রে ।

বেদুইন থমকে দাড়ায় দৃষ্টি ছড়ায় নিবিড় আনন্দে
সওয়ারির লাগাম টানে কাবার পানে জান্নাতী ছন্দে
হৃদয়ের গভীর দেশে কার পরশে খুললো আঁখি রে॥

মানাতের শেষ হলো দিন আজকে বিলিন
ঘোর আঁধারের যুগ
কাবা ঘর দীপ্ত আবার আলোয় হেরার সমাপ্ত দূর্ভোগ
কালেমার শহদ বিলায় আঁধার পাড়ায়
এ কোন সাকী রে॥

ইরানের নিভলো আগুন জ্বললো দ্বিগুন
তাওহীদি রওশান
দানবের ঘর ভেঙ্গে তাই গড়লো সেথায়
বেহেশতী গুলশান
আজাজিল আজ হতবাক এ কোন বিপাক
আসলো হাকি রে॥

আমিও সেই সে নবীর দীপ্ত রবির
আশিক দিওয়ানা
রাহে তার যা কিছু সব বিলাই হিসাব
দিব নজরানা
জিহাদের ময়দানে তাই যাই চলে যাই স্বপ্ন আঁকি রে॥



গান শোনাতে পারি

গান শোনাতে পারি যদি তুমি কথা দিতে পারো
দ্বীন কায়েমের পথে অগ্রসর
অগ্রসর হবে তুমি আরো ॥

তুমি তো জানো গান শোনানো কত কষ্ট
গান শোনাতে গেলে কত যে সময় হয় নষ্ট
সব ক্ষতি তবু আমি মেনে নিতে পারি
যদি তুমি কথা দিতে পারো ॥

সারাটি জীবন আমি গান শুনিয়ে গেলাম
বিনিময়ে তার দ্বীনের কাজে বল কজন পেলাম
সব ব্যাথা তবু আমি মেনে নিতে পারি
যদি তুমি কথা দিতে পারো ॥

আন্দোলন সেতো জীবনের অন্য নাম

আন্দোলন সেতো জীবনের অন্য নাম
জীবন মানেই সংগ্রাম জীবন মানেই সংগ্রাম ॥

যদি মন স্বপ্ন দেখা ভুলে যেত
যদি বেদনার মাঝে সুখ মুখ লুকাতো
কিছু হতো না তবে কিছু হতো না
জীবনের সন্ধান কেউ পেতো না ॥

জীবনের মানে হলো তারকাটার বেড়া ভেঙ্গে ফেলা
জীবনের মানে হলো প্রতিটি ফারাকার প্রচণ্ড ধাক্কায়
শত্রুর বুকে করা বুমেরাং ॥

যদি স্রোত কথা বলা ছেড়ে দিত
যদি বাতাসের বুকে ঝড় কেউ না পেতো
নদী হতো না তবে নদী হতো না
সাগরের সন্ধান কেউ পেতো না ॥

যদি মন স্বপ্ন দেখা ভুলে যেতো
যদি বেদনার মাঝে সুখ মুখ লুকাতো
কিছু হতো না তবে কিছু হতো না
জীবনের সন্ধান কেউ পেতো না ॥

যদি কেউ বুঝে থাক ইসলাম মরে গেছে

যদি কেউ বুঝে থাক মুসলিম মরে গেছে
যদি কেউ ভেবে থাক ইসলাম ডুবে গেছে
ভুল ভুল ভুল বন্ধু ভুল বুঝেছো
ভুল ভুল ভুল বন্ধু ভুল ভেবেছো ॥

ফিরে আসে বুঝতে আঁধার
জেহাদের দ্বীন যদি আবার
থাকবে না কেউ মাথা তোলার সাড়া জাগাবার
বন্ধু ভুল বুঝেছো বন্ধু ভুল ভেবেছো ॥

স্বর্ভারার দীর্ঘ নিশ্বাস
ভরবে আকাশ ভরবে বাতাস
গরিব দুঃখী রইবে নিরাশ
পাবে না আশ্বাস
বন্ধু ভুল বুঝেছো বন্ধু ভুল ভেবেছো ॥

সারা জীবন মজলুম হেথায়
সইবে জুলুম সইবে অন্যায়
খেলাফত আর পাবে না হায়
কাঁদবে বেদনায়
বন্ধু ভুল বুঝেছো বন্ধু ভুল ভেবেছো ॥

কারবালাতে ঈমাম হোসেন
ধুলির সাথে মিশে গেছেন
বালাকোটে বেরলোভিও ব্যর্থ হয়েছেন
বন্ধু ভুল বুঝেছো বন্ধু ভুল ভেবেছো ॥



এ আকাশ মেঘে ঢাকা রবে না

এ আকাশ মেঘে ঢাকা রবে না
আলোয় আলোয় হেসে উঠবে
এ নদী গতিহীন হবে না
সাগরের পানে শুধু ছুটবে

কুয়াশাতো কেটে যায় রোদ উঠলেই
বালি আড়ি ভেঙ্গে যায় স্রোত ছুটলেই
চোখে দেখা এই সব তোমার বুকেও জানি
একদা তুমুল ঝড় তুলবেই

মরিচীকা দেখে কেউ ভুল করলেই
আলোয়ার আলোয় বিপাকে পড়লেই
তাকে শুধু বলা যায় যেও নাকো বন্ধু
না হয় ফেরার পথ ভুলবেই

যা কিছু করতে চাও করতে পারো

যা কিছু করতে চাও করতে পারো
অনুরোধ শুধু ওগো পর হয়ো না
এ বুক ভাংতে চাও ভাংতে পারো
অনুরোধ শুধু এই ঘর ভেঙ্গে না ॥

অনেক রক্ত দিয়ে গড়া এই মসজিদ
মুক্তির প্রিয় ঠিকানায়
অনেক কান্না ভেজা এই সুবহে উন্মিাদ
স্বপ্নের স্বীয় সীমানায়
কেমন করে ওগো আগুন দেবে তুমি
পাষান' পাথর হয়ো না ॥

এক দেহে এক প্রাণে আমাদের অধিবাস মূলত
মাঝ পথে এসে আজ ছাড়াছাড়ি হবে কেন বলোতো ॥

সকল তীক্ষ্ণতা কি ওগো ভুলে গিয়ে
সেই প্রেম খুঁজে পাবো না
সকল দুঃখ মুছে মন খুলে ওগো
সেই গান কভু গাবো না
হৃদয় দুভাগ করে কি সুখ পাবে তুমি
নিদয় নিষ্ঠুর হয়ো না ॥

কথায় কাজে মিল দাও

কথায় কাজে মিল দাও আমার রাব্বুল আলামিন
আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লায় রাখো বিরামহীন ॥

মোনাফেকী যা আছে এই জীবন থেকে মোর
দূর করতে দাও দৃঢ় ঈমান তপ্ত আঁখি লোর
চরিত্র দাও বলিষ্ঠতর, আমলে ছালেহীন ॥

আমার জীবন আমার মরণ আমার সুকৃতি
আমার নামাজ এবং আমার সকল প্রস্তুতি
কবুল করে নাও হে প্রভু গাফুরুর রাহিম ॥

পথ পাবার পর আবার যারা ভ্রান্ত হলো হায়
তাদের মত হে দয়াময় করোনা আমায়
চাইনা জীবন বিড়ম্বিত শাস্ত্যনা বিহীন ॥

এখানে কি কেউ নেই

এখানে কি কেউ নেই খোদার রঙে জীবনকে রাঙাবার
এখানে কি কেউ নেই খোদার রাহে জীবনকে বিলাবার ॥

এখানে কি নেই খালিদের মত কেউ
এখানে কি নেই সালাদীন সম কেউ
এখানে কি নেই তারিকের মত কেউ
এই দুর্দিনে অভিযান চালাবার ॥

ঐ তো কাফেলা মদিনার পথে চলেছে দুর্নিবার
ঐ তো নকিব হেটে যায় শোনা আল্লাহ্ আকবার ॥

এখানে কি নেই খাবাবের মত কেউ
এখানে কি নেই হামজার/মাগাজীর মত কেউ
এখানে কি নেই মালেকের মত কেউ
এই দুর্দিনে অভিযান চালাবার ॥



ধৈর্য ধারণ করার শক্তি

ধৈর্য ধারণ করার শক্তি
দাও গো মেহেরবান আমায়
দাও গো মেহেরবান
বুকের ভেতর ব্যথার নদী
বইছে অবিরাম ॥

আঁধার আমার আলো দিয়ে
কানায় কানায় দাও ভরিয়ে
অন্তর জুড়ে দাও গো প্রভু
ভোরের পাখির গান ॥

ফাগুন কেড়ে নেয়া চৈত্র
আষাঢ় করে দাও
গাছ-গাছালীর শীতল ছাঁয়ায়
জীবন ভরে দাও ॥

আমার ধূধু মরুর দেশে
দাও গো জোয়ার ভাটার শেষে
পারাবারের বাউরি বাতাস
আমায় কর দান ॥



ঘন দূর্যোগ পথে দূর্ভোগ

ঘন দূর্যোগ পথে দূর্ভোগ
তবু চল তবু চল
পাহাড় বনানী পেরিয়ে সেনানী
ভাঙ্গ মিথ্যার জগদল ॥

মজলুমানের মৃত্যু তুহিন হৃদয়ে
আন আশ্বাস রক্ত সূর্য উদয়ের
হেরার গুহার উদ্ভাসে ফের
জাগা জনতার প্রাণ অতল ॥

তিমির কুহেলী ঠেলে আন তিথি গুরুা
নিদালি হৃদয়ে জ্বাল অশ্রান উষ্কা ॥

হেজাযের ঝড়ে জনপদে আন বন্যা
কুরআনের সুধা পিয়ে হোক ধরা ধন্যা
নয়া খেলাফত রাশেদার দ্বীন
ঘুচাক জাহেলী প্রলাপ ছল ॥



এই দূর্যোগে এই দূর্ভোগে

এই দূর্যোগে এই দূর্ভোগে আজ
জাগতেই হবে জাগতেই হবে তোমাকে
জীবনের এই মরু বিয়াবানে
প্রাণ আনতেই হবে আনতেই হবে তোমাকে ॥

জড়তার দেশে দাও দাও হিন্দোল
বহাও বন্যা তৈহিন্দী হিল্লোল
অমারাত্রির সকল কালিমা মুছে
সূর্য উঠাতেই হবে উঠাতেই হবে তোমাকে ॥

এখানে এখনো জাহেলী তমদ্দুন
শিকড় গাড়ার প্রয়াসে যে তৎপর
সজাগ শাস্ত্রী প্রস্তুতি নাও নাও
প্রতিটি শিকড় উপড়াতে পরপর ॥

কুফুরীর ভিত ভাঙ্গার সময় হলো
মরু সাইমুম আগুনের ঝড় তোলো
কোরানের ডাকে বাতিলের ঝংকার
শেষ করতেই হবে করতেই হবে তোমাকে ॥

জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ বীর মুজাহিদ

জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
বীর মুজাহিদ জিন্দাবাদ
হযরত আলীর বিপ্লবী খুন
তোর দীলে আজ হোক আবাদ ॥

দুর্গম মোরা যোদ্ধা বীর
মহা ভীতি ভয় দরদীর
ঝঞ্জার বেগে নির্মূল কর
জালিম দলের স্বপ্ন সাধ
বৃষ্টির পরে ভেঙে পড়ে যেন
অত্যাচারীর রাজ প্রাসাদ ॥

আলো ঝড় আনুক প্রাণ মাতাল
নাজুক ধরনী টালমাটাল
ঘুমাইয়া যারা জাগিয়া দেখ
উড়ছে আকাশে রক্তজাল
স্বাধীন তুমি যে মুসলিম তুমি সে
সেই বীর সেই দিল আজাদ ॥

দৃষ্টি তোমার খুলে রাখো

দৃষ্টি তোমার খুলে রাখো দীপ্র সৃষ্টির জন্য
দেখবে স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কত না অনন্য ॥

বিহঙ্গ তার পক্ষ দোলায়
দূর বিমানে শূণ্য কোলায়
কে রাখে ভাসিয়ে তারে ভাবনা সামান্য ॥

সমতল আর পর্বত মালা
এই কোলাহল ঐ নিরালা
কার মহিমা জড়িয়ে রাখে গহনও অরণ্য ॥

স্রোতের ধারায় রূপালী ঢেউ
ভাঙছে হিরক দেখেছে কেউ
কার সে ছবি বলছে কথা আঁকছে সে কার চিহ্ন ॥

বৃষ্টি নামে ঝর ঝর লতায় পাতায় থর থর
কি যে মধুর বাতাস এসে ভরে অপরাহ্ন ॥

ঘাসের ডগায় শিশির কণা মুক্ত আঁকা ও আল্পনা
কার সুষমা ধারণ করে হয়েছে গো ধন্য ॥

বাদের ভেতর ইলশে গুড়ি

বাদের ভেতর ইলশে গুড়ি সঙ্গে পাখির ডাক
হ্রম বাগানের ভেতর যেন মৌমাছীদের ঝাঁক ॥

মন মেলে দেয় পাখা

ঘায় না ঘরে থাকা

স্রাকাশে কার তুলির আঁচড়

বন্ধনকে রাখ ॥

ঘাসের ডগায় হীরক জ্বলে

মুক্ত ফুলের বুকে

হঠাৎ হাওয়া দোল দিয়ে যায়

একটু খানি ঝুঁকে ॥

কে এক রাখাল ছেলে

ছুটলো মাথাল ফেলে

সহাগে তার উঠলো নেচে

ইজল বনের বাঘ ॥

হে খোদা মোর হৃদয় হতে

হে খোদা মোর হৃদয় হতে
দূর করে দাও সকল বেদনা
সকল ভাবনা
দূর করে দাও সব যন্ত্রনা
সকল যাতনা ॥

তুমি ছাড়া কেউ যেন আর
জায়গা না পায় লুকিয়ে থাকার
এই অন্তরে এই পরানে তুমি কামনা ॥

আলেয়া সব আলো সব আলো তো নয়
মিথ্যা অমানিশা
খাঁটি প্রেমের তুমি আঁধার আর সকলই বৃথা ॥

তোমার প্রেমে হয়ে পাগল
দু'নয়নে নামিয়ে বাদল
যায় ভাসিয়ে যেন আমি দহন বেদনা ॥

এই দুটি চোখ দিয়েছ বলে

এই দুটি চোখ দিয়েছো বলে

নশি যে কতই অপরূপ

নয়নাভিরাম ক্ষেত খামারে

জুড়ায় জ্বালা বিধুর অধূপ ॥

ঐ নিস্বর্গের বাঁকে বাঁকে

মন যে আমার পড়েই থাকে

তোমার কারো কাজেরও মেলায়

স্বানন্দে মোর ভরে যে বুক ॥

তোমার দেয়া চোখের শোকর

জানাবো তার ভাষা কই

ফতই ভাবি ততই যেন

পলক হারা চেয়ে রই ॥

তোমার সৃষ্টি ওগো রহিম

নিক-দিগন্তে অশেষ অসীম

কুল ফসলের অতুল শোভায়

বক হারা হই রইয়ে চূপ ॥

সে কোন বন্ধু বলো

সে কোন বন্ধু বলো বেশী বিশ্বস্ত
কার কাছে মন খুলে দেয়া যায়
কার কাছে সব কথা বলা যায়
হওয়া যায় বেশী আশ্বস্ত
তার নাম আহমাদ বড় বিশ্বস্ত ॥

যে জন কখনো ব্যথা দিতে জানে না
যে জন কেবলি মুছে দেয় বেদনা
হৃদয়ের হাহাকার আপন করে নিতে আর
কার বুক এত প্রশস্ত ॥

মহানবী বলে তারে কেউবা ডাকে
আমি ডাকি প্রিয়তম
সে আমার ধ্যান ভালবাসা প্রেম
মধুময় মনোহর স্বপ্ন সম ॥

যে জন করুনার অনুপম উপমা
যার মত মরমী কোথাও আর মেলেনা
জীবনের আঙিনায় আবাদ করে দিতে আর
কার বুক এত প্রশস্ত ॥

না হয় হলো মন শুকনো কোন মরুভূমি

না হয় হলো মন শুকনো কোন মরুভূমি
সশাহত হয়ো নাকো তুমি ॥

সরো কিছু পথ চলো মরিচিকা মাড়িয়ে
স্ববে সাগর আছে দুটি বাহু বাড়িয়ে
বিশাল ঢেউয়ের গান হাওয়ার গতি ভেঙে
হাসছে কেমন করে জানবে তুমি ॥

সশাহত মনটারে দেখাও আকাশ
কি করে বিহানে হয় আলোর প্রকাশ ॥

সহিরুহ নাম তার রয় যে গো দাঁড়িয়ে
সঙ্কো ঝড়ের যত বিভীষিকা মাড়িয়ে
সত্যমার স্বপ্ন যদি তেমনি অটল হয়
স্টিল স্বপ্ন যদি তেমনি অটল হয়
সজয় সূদূরে নয় মানবে তুমি ॥



আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে

আমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে
কেন বেছে নিলে এই পথ
কেন ডেকে নিলে বিপদ
জবাবে তখন বলি
মৃদু হেঁসে যাই চলি
বুকে মোর আছে হিম্মত ॥

বাতাসের সাথে স্রোত
বিরোধিতা করে বলে
বুকে ওঠে ঢেউ সাগরের
সাগরের বুকে ঢেউ আছে বলে বন্ধু
ভাঙ্গে গড়ে পৃথিবী মোদের
তুমি ভীৰু নদীহীন
প্রাণ থেকেও প্রাণহীন
জড়বাদি তাই তব মতামত ॥

আলোকের সন্ধানে সন্ধানী কোনো মন
পেয়ে গেলে আলোকের সন্ধান
ফিরে যেতে চায় কি সে
আঁধারের দিকে আর
যদি না সে হয় কভু নিষ্প্রাণ
আমি সেই সন্ধানী
পেয়ে গেছি সন্ধান
যদিও রয়েছে খাঁড়া জুলুমত

কি হবে হতাশ হয়ে

কি হবে হতাশ হয়ে হারিয়ে গিয়ে

কি হবে জীবন থেকে চুপি সারে পালিয়ে গিয়ে ॥

নাসাখে আঁধার নামে রাত্রি এলে

কি হবে আঁধার তাড়িয়ে দিও সূর্য জেলে

কি হবে দুঃখ গুলো নতুন করে ঝালিয়ে নিয়ে

কি হবে স্বপ্ন গুলো ইচ্ছে মতো জ্বালিয়ে দিয়ে

কি হবে আশার প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে

কি হবে মন মাঝিকে পথের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে ॥

হলয়ে আঘাত লেগে রক্ত ঝরে

কি হবে আঘাত মাড়িয়ে যেও অকাতরে

কি হবে দুঃখ গুলো নতুন করে ঝালিয়ে নিয়ে

কি হবে স্বপ্ন গুলো ইচ্ছে মতো জ্বালিয়ে দিয়ে ॥



উত্তাপে উজ্জল রক্তিম সময়ে

উত্তাপে উজ্জল রক্তিম সময়ের কপত উড়ায়
পাণ্ডুর চাঁদ ঠেলে হীরকের উনুখ
ঝিনুক কুড়াই ॥

জীবনের চাষ করি দিগুন তিগুন
ঘোষে ঘোষে নিশ্চয়ই জ্বালাব আগুন
নিয়তির বাঁধ ভেঙ্গে নির্মম প্রহরীর
নিয়ম ঘুরাই ॥

পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অগনন নক্ষত্র
সূর্যের সু-সময় দিয়ে গেল প্রজ্বল
লোহ লাল পত্র ॥

গাংচিল প্রয়াসের ধূষর ডানায়
পদাতিক ইচ্ছেরা দাঁড় টেনে যায়
সাগরিক হৃদয়ের পংকজ উৎসবে
নগর জুড়াই ॥

চলো চলো চলো মুজাহিদ

চলো চলো মুজাহিদ

স্বপ্ন যে এখনো বাকি

ভালো ভালো ব্যথা ভালো

দুঃখ ফেলো ওই আঁখি ॥

হাসুক ক্লান্তি শত বেদনা

স্বপ্ন তোমার তবু ভুল না

স্বপ্ন হলে দিও আজান

মুজাহিদের হে প্রিয় সাকী ॥

তোমার ঘামের সঙ্গে মিশে

সুগবে সাড়া রাতের শেষে

সুবে বেজে ভোরের সানাই

সুহাড়া ওরে পাখী ॥

স্বপ্ন কদম চলতে চায় না

স্বপ্ন পথের সীমা পায়না

স্বপ্ন পরে বাঁক যে এসে

স্বপ্ন সাথে বাঁধ রাখি ॥

ব্যথার পাথার বক্ষে চেপে
যেতে হবে তবু যে দূরে
থামলে তোমার চলবে নাকো
ভীরুর খ্যাতি চাও নাকি?

শাস্ত্রনা তব খোদার খুশী
এই তো পাওয়া রাশি রাশি
লোকের ঘৃণায় কি আসে যায়
খোদার সেই রং নাও মাখি ॥

ভয় কি তোমার সংগী খোদা
দীলের কাবায় কোরান বাঁধা
মরলে শহীদ বাঁচলে গাজি
কেবা তোমায় দেয় ফাঁকি ॥

পৃথিবী আমার আসল

পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়
মরন একদিন মুছে দেবে সকল রঙ্গিন পরিচয় ॥

মিছে সব দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব
মিছে গান কবিতার ছন্দ
মিছে এই জীবনের রংধনু সাতরং
মিছে এই দুদিনের অভিনয় ॥

একদিন হিসেবের খাতা খুলে বন্ধু
তোমাকেই দাঁড়াতে হবে
সেই দিন প্রশ্নের কি দেবে জবাব হায়
বলো না কি কথা কবে ॥

মিছে এই স্নেহপ্রীতি বন্ধন
মিছে মায়া ভালোবাসা ক্রন্দন
মিছে এই নাটকের মঞ্চের খেলাঘর
মিছে এই জয় আর পরাজয় ॥

জিহাদ করতে চাই আমি

জিহাদ করতে চাই আমি জিহাদ করতে চাই
জিহাদ ছাড়া অন্য কোন পথে মুক্তি নাই ॥

খাঁটি মুমিন না হলে কেউ হয় না মুজাহিদ
আল্লাহর পথে পথিকদেরও হয় না সুহুদ
গাজী হতে চাই আমি গাজী হতে চাই ॥

আবুল আলা মওদুদীর ন্যায় গাজী হতে চাই
আব্বাস আলী খানের মত গাজী হতে চাই ॥

দুর্বল ভীরু কাপুরুষরা জিহাদ করে না
জীবন দেবার ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা ধরে না
শহীদ হতে চাই আমি শহীদ হতে চাই ॥

মালেক ভাইয়ের মত আমি শহীদ হতে চাই
সাকিবর ভাইয়ের মত আমি শহীদ হতে চাই ॥

মাঠ ভরা ঐ সবুজ দেখে

মাঠ ভরা ওই সবুজ দেখে
নীল আকাশে স্বপ্ন ঐকে
হার কথা মনে পড়ে
সে যে আমার পালনেওয়ালা ॥

এই যে পাখি মেললো পাখা
কোন অজানার পথে একা
ও যেন স্বপ্ন দেখা
ও যেন কাব্য লেখা
হার প্রেমে সুরে সুরে
সে যে আমার পালনেওয়ালা ॥

এই যে দূরে মেঘের খেলা
জোনাক জোনাক তারার মেলা
ও যেন স্বপ্নপুরী
কি মধুর মরি মরি
হার ছোঁয়া লেগে ওরে
সে যে আমার পালনেওয়ালা ॥

এই যে অলী ফুলের কানে
বললো কথা গানে গানে
হ হ রে জুড়িয়ে গেলো
বননা ভুলিয়ে গেলো
হার স্বরলিপি পড়ে
সে যে আমার পালনেওয়ালা ॥



দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ

দাও খোদা দাও হেথায় পূর্ণ ইসলামী সমাজ
রাশেদার যুগ দাও ফিরায়ে দাও কোরআনের রাজ ॥

কোটি কোটি মানুষ হেথায় বঞ্চিত রে বঞ্চিত
বাতিল মতের জিন্দানে হয় শংকিত রে শংকিত
জলে স্থলে বিভীষিকা হয় পশতু আর বর্বরতায়
তাইতো হেথায় আজ কামনা খোদা তোমার রাজ ॥

লাখ শহীদের রক্তে এ দেশ রঞ্জিত রে রঞ্জিত
লক্ষ মায়ের বক্ষে ব্যথা সঞ্চিত রে সঞ্চিত
কত ভাই যে হারিয়ে গেল কত বন্ধু প্রান হারালো
সকল ব্যথা ভুলবো পেলে খোদা তোমার রাজ ॥

আর কত চাও রক্ত খোদা উজাড় এদেশ উজাড় প্রায়
আর কত চাও শহীদ খোদা উজাড় এদেশ উজাড় প্রায়
চাইলে আরো নাওগো আরো রক্ত সাগর ভরো ভরো
সকল কিছুর বদলাতে দাও খোদা তোমার রাজ ॥

এসো গাই আল্লাহ নামের গান

এসো গাই আল্লাহ নামের গান

এসো গাই গানের সেরা গান

হুমনে তুলবো তুমুল

হৃৎ তাল ও তান ॥

শব্দনা মেলে উড়লে পাখি

শব্দ কি ও নাম ডাকি ডাকি

হকাশ নীলে মেঘের ভেলা

নিত্য চলমান ॥

তই সে দুলে দুলে বুঝি

নত সাগরে বেড়ায় খুঁজি

সেই নামেরই অরূপ রতন

হৃৎ ও কাঞ্চন ॥

নত মাঠে বনে বনে

সবুজ সবুজ আলাপনে

সেই নামেরই আলোকধারা

হৃৎ ও আসমান ॥



হঠাৎ করে জীবন দেয়া

হঠাৎ করে জীবন দেয়া
খুবই সহজ তুমি জান কি?
কিন্তু তিলে তিলে অসহ জ্বালা সয়ে
খোদার পথে জীবন দেয়া
নয়তো সহজ তুমি মানো কি?

আবেগ সেতো হঠাৎ আগুন
একটু তাপেই জ্বলবে দ্বিগুণ
সেই আবেগে গুলির মুখে
বক্ষ পেতে দেয়াও যেতে পারে
কিন্তু বিবেক দিয়ে কঠিন শপথ নিয়ে
খোদার রঙে জীবন রাঙানো
নয়তো সহজ তুমি মানো কি?

ঝড়ের বেগে সাগর দোলে
বানের তোড়ে পাহাড় টলে
এই নিয়মে হঠাৎ করে
একটি বিশাল দ্বীপ জাগতে পারে
কিন্তু ধীরে ধীরে সাধনা করে করে
খোদার রঙে জীবন রাঙানো
নয়তো সহজ তুমি মানো কি?

সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে

সরা বাংলার গ্রামে গঞ্জে
শহরে নগরে উপকণ্ঠে
চির গৌরব নব যৌবন
ভ্রমে ওঠে যেন নব ছন্দে ॥

জনতা সাগরে আঘাট
জায়ার ডাকে বান
শ্রুতি প্রাণে প্রাণে
নত চেতনায় জাগে গান
ভ্রমে অনল প্রবাহ
ভ্রমর প্রদাহ
হলো আঁধারের চির দ্বন্দে ॥

বাদের সাহসে আকাশের
মঘ কেটে যায়
স্রব্র আবেগে নদী সে
মহনা খুঁজে পায়
পত্ন অজানা অচেনা
পত্নের ঠিকানা
পত্নি ও গতির অনুষ্ণে ॥

একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকে না

একজন মুজাহিদ কখনো বসে থাকে না
যতই আসুক বাঁধা
যতই আসুক বিপদ
ভেঙ্গে পড়ে না ॥

অর্থ বিত্ত নাইবা থাকল তার
নাইবা থাকল সাজানো সংসার
তবুও সে হয়না হতাশ
মুষ্ণে পড়ে না ॥

একজন মুজাহিদ জীবনের আসল/ক্ষুব সত্য জানে
তাই অবিরাম ছুটে চলে সঠিক লক্ষ্য পানে ॥

সামনে থাকলো বাঁধার পাহাড় তার
দুশমন হল না হয় বেসুমার
তবুও সে চলতে থাকে
থমকে দাড়ায় না ॥

সহসের সাথে কিছু স্বপ্ন জড়াও

সহসের সাথে কিছু স্বপ্ন জড়াও
হ্রস্ব পথ চল নির্ভয়
ঈশ্বরের বাঁধ কেটে আসবে বিজয়
স্বর্ষের লগ্ন সে নিশ্চয় ॥

হ্রস্বর পায়ের ছাপ স্পষ্ট কর
হ্রস্ব রুগ্ন ভাগ নষ্ট কর
হ্রস্ব সাথীরা আরো এগিয়ে যাবে
হ্রস্ব সে হোক যত নির্দয় ॥

সহসের মত ঠেকে ধৈর্য ধর
সহস যদি হয় অতিরিক্ত
ঈশ্বরের সাথে গিয়ে লক্ষ্য তোমার
সহস কর দৃঢ় সম্পৃক্ত ॥

হ্রস্বর মনের চোখ তীক্ষ্ণ কর
হ্রস্ব বর্ণ উত্তীর্ণ কর
হ্রস্বই নিজের দিকে তাকিয়ে দেখে
হ্রস্বগের পথ কর নির্ণয় ॥



জিহাদের মানে হলো বাঁচতে শেখা

জিহাদের মানে হলো বাঁচতে শেখা
শাহজালালের সেই তলোয়ার দেখে
আমি বুঝতে পেরেছি
জিহাদের মানে হলো বাঁচতে শেখা
খান জাহানের সাথে
শহীদের ঈদগাহে দেখতে পেয়েছি
রক্তের আখরে তা রয়েছে লেখা॥

বেঈমান খাঁটি কোন খাদ নেই
সে ইমান কথা ওগো বলবেই
হাজী নিসার আলী তিতুমীরের পথ ধরে
জানতে পেরেছি
মুমিনের কাজ হলো লড়তে থাকা॥

আছে যার ঈমানের/আলোকের সম্ভার
আঁধারের নেই কোন ভয় তার
সূর্যের উঠা দেখে
সন্দেহাতীতভাবে জানতে পেরেছি
সত্যের গতিবেগ যায় না রোখা॥

যে মরণ জীবনের জন্যে
সে মরণ তোলপাড় করবেই
বালাকোটের সেই ইতিহাস
পড়ে আমি জানতে পেরেছি
শহীদের রক্ত যে যায় না বৃথা॥

বহু আঘাতে ভাঙ্গে এক সাথে

বহু আঘাতে ভাঙ্গে এক সাথে
কঠিন পাষণ কারা
নূর্বীর বেগে দুরাস্তাবেগ
জাগায় ঘুমের পাড়া
নির্ভীক ওরা কারা ॥

ওরা এই দেশে জাগ্রত চেতনা
পাড়ি দিয়ে এলো অতীতের বেদনা
সোনালী ভোরের সূর্য ফসল
বিপুল বন্যা ধারা
নির্ভীক ওরা কারা ॥

তৌহিদবাদী জঙ্গি যে ওরা বারুদের কোষাগার
পদ্মা মেঘনা যমুনা সুরমা বাঁধ ভাঙ্গে এইবার ॥

ঈমানের তেজ বলীয়ান বীরসেনা
শক্তি পিয়াসী জনতার চিরচেনা
নুসোহসের দূর্গ ভেঙ্গেছে
ঈশ্ব দুর্ভয় যারা
নির্ভীক ওরা কারা ॥



এত শহীদ রক্ত ঢালে

এত শহীদ রক্ত ঢালে
তবু কেন তোমার বিবেক কথা বলে না
এত চোখের অশ্রু ঝরে তবু কেন
তোমার পাষান হৃদয় গলে না হয় ॥

এত জুলুম চতুর্দিকে থাবা ফেলে প্রতিদিন
মজলুমানের লগ্ন ফুরায় শোক বিহবল স্বপ্নহীন
এই অসহায় কালবেলাতে
তবু কেন তোমার ঈমান
দিগুন জ্বলে না হয় ॥

কোন ভয়ানক ঘুমের ঘোরে
তোমার সময় কাটছে আজ
অথচ হয় হাজার দুশমন
অঙ্কিনাতে হাটছে আজ ॥

শান্তি প্রিয় মানুষ যখন
স্বস্তি হারা শংকাকুল
তখনও কি দৃষ্টি তোমার
অন্ধকারে বন্ধমূল
তখনও কি আলোর দিকে
দুঃসাহসে তোমার দৃষ্ট
কদম চলে না হয় ॥

সংগঠনকে ভালোবাসি আমি

সংগঠনকে ভালোবাসি আমি
সংগঠনকে ভালোবাসি
এই জীবনকে গড়বো বলে
বারে বারে তার কাছে আসি ॥

সংগঠনকে ভাংতে যাদের মন কাঁদেনা
তার ইতিহাস ভুলতে যাদের যায় আসেনা
তাদের মত আমি যেন না হই কখনো সর্বনাশী ॥

সংগঠনের চেয়ে বড় কেউ নয়
সংগঠনই মূল পরিচয় ॥

সংগঠন না থাকতো যদি মুক্তি পেতাম না
খোদার পথের সৈনিক হবার যুক্তি পেতাম না
পেতাম নাতো জীবন জুড়ে উদার নভনি দীপ্ত হাসি ॥



কার কতটা ঈমান আছে

কার কতটা ঈমান আছে সময় এলো পরীক্ষার
রনাকনের ডাক আসে ঐ লগ্ন তুলি প্রতিক্ষার॥

কে সাহসী কে ভীরু আর
এইতো সময় পরখ করার
আজ প্রয়োজন শক্তি সাহস
ধৈর্য্য ত্যাগ ও তিতীক্ষার॥

লম্বা কথার দিন গেছে ভাই
ভাওতাবাজির দিন গেছে
যার হৃদয়ে আছে ঈমান
আজকে কেবল সেই বাঁচে॥

আল্লাহ তায়ালার বান্দা কে সে
কে সে বেড়ায় ছদ্মবেশে
হিসেব মিলার লগ্ন এলো
লগ্ন এলো নিরীক্ষার॥



আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই

আম্মা বলেন ঘর ছেড়ে তুই যাসনে ছেলে আর
আমি বলি খোদার পথে হোক এ জীবন পারা॥

নিজের জন্য করলি না তুই কিছু
আল্লাহ জানেন ঘুরিস কাদের পিছু
কি যে করিস কোথায় থাকিস বুঝি না কারবার॥

যে পথ ধরে চলতে বলেন আল্লাহ কাদের গনি
আপনি কি মা নিষেধ করেন বলুন না আজ শুনি॥

আল কোরানের আহবানেও মা
ঘর ছেড়ে কি বাহির হবো না
চোখ মুছে মা চুপ করে যান ফুরায় কথা তার
একটু পরে কেঁদে বলেন হে খোদা নাও ভার॥



কেউ ছুঁতে চায় তারার আলো

কেউ ছুঁতে চায় তারার আলো

কেউ ছুঁতে চায় চাঁদ

কারোর আবার মনের মধ্যে

মঙ্গল গ্রহের সাধ

আর আমার স্বপ্ন শুধু

সেই সোনার গায় ঘুমিয়ে যেথায়

রাসূল মোহাম্মাদ ॥

ও মেঘের নাও দাও কথা দাও

আমায় সঙ্গে নেবে

একটি বারে হেরার গুহায়

সত্যি পৌঁছে দেবে

বয়ে শন শন হয়ে উন্নয়ন

পেরিয়ে প্রাণপন সকল বাধ ॥

ও পুবাল বাও যাও নিয়ে যাও
কোন পাখির সাথে
দ্বীনের বন্ধু প্রানের সিঙ্কু
নবীর মদিনাতে
বয়ে শন শন হয়ে উন্নান
পেরিয়ে প্রাণপন সকল বাধ ॥

ওগো পাখি নাওগো ডাকি
গানের সুরে সুরে
ভালোবেসে নবীর দেশে
হোক না যতই দুরে
হয়ে উৎছল উড়ে চঞ্চল
পেরিয়ে উত্তাল বিসম ভার ॥

এই গুনাহগার প্রভু

এই গুনাহগার প্রভু
দয়া ছাড়া কিছু চায় না
জ্বলে পুড়ে গেল বুক
সেরে দাও সব অসুখ
সওয়া যায় না॥

গুনেছি রজনী এলে দিবস আসে
আলোয় আলোয় সারা ভূবন ভাসে
মেঘে ঢাকা এই মন কাঁদে শুধু অনুক্ষণ
রোদ পায় না॥

আর তো পারি না আমি বুক ভেঙ্গে যায়
শান্ত্বনা তুমি ছাড়া কে দেবে আমায় বল॥

তুমি তো সীমানা বিহীন অসীম অপার
অশেষ অথৈ তব দয়ার পাথার
দুটি হাত পেতে পেতে সে দয়ার কিছু নিতে
বড় বায়না॥

রাসূল আমার ভালোবাসা

রাসূল আমার ভালোবাসা
রাসূল আমার আলো আশা
রাসূল আমার প্রেম বিরহের মূল আলোচনা
রাসূল আমার কাজে কর্মে অনুপ্রেরণা ॥

যখন দারুণ দুঃখ নামে
আমার জীবন জুড়ে
বিপদ আপদ মসিবতে
মরি পুড়ে পুড়ে
তখন তোমার শৈশব কৈশর
যোগায় শান্ত্বনা ॥

আশাহত জীবন যখন
দুর্বিসহ লাগে
ব্যর্থ এবং পরাজিত
স্মৃতিগুলো জাগে
তখন তোমার বদর ওহুদ
জুড়ায় যন্ত্রণা ॥

কত রকম রাজার নীতি
প্রজার নীতি দেখলাম
দুঃখ হায়রে দুঃখ ছাড়া
আর কিছু না পেলাম
তাইতো শুধু মনে পড়ে
সোনার মদিনা ॥

নেতার মত নেতা যখন
পাই না কোথাও খুঁজে
কাঁদি শুধু কাঁদি হায়রে
এই দুটি চোখ বুঁজে
তখন তোমার স্মরণ আমায়
দেয় যে শাস্ত্রনা ॥

গান আমার কাঁদেরে

গান আমার কাঁদেরে

প্রাণ আমার কাঁদেরে আজ কাঁদে

মানুষের মুক্তি চেয়ে জীবনের স্বস্তি চেয়ে॥

কেন মানুষে মানুষে ভেদাভেদ

কেন উঁচু নিচুর এত বিদ্বেষ জেদ

হৃদয়ের ব্যথা ভার

সমাজের হাহাকার আজ শুধু

ফেলিছে আকাশ ছেয়ে ফেলিছে বাতাস ছেয়ে॥

কেন হানাহানি চলে বিশ্বময়

কেন সত্যের আজো ঘটে পরাজয়

রাত কাটে মজলুমের

দুঃস্বপ্ন নিরুন্মের হায় হায়রে

হতাশার চাবুক খেয়ে নিরাশার আঘাত পেয়ে॥

কেন সুখের সুদিন আজো আসে না

কেন ফুলের মত মানুষ হাসে না

বেদনার অশ্রু বয়

যাতনার অশ্রু বয় বয় কেন

গরিবের দুচোখ বেয়ে দুখিদের দুচোখ বেয়ে॥

টিক টিক টিক টিক যে ঘড়িটা

টিক টিক টিক টিক যে ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে
কেউ কি জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয়দিন কাজে ॥

ঝকঝক ফকফক করে যতদিন ঘড়ির চেহারা
ততদিন তারে কিনতে চায় যে খরিদারেরা
সময় মতো সময় দিলে সবখানে বিরাজে ॥

চকচক তকতক জীবন ঘড়ি করে যতোদিন
দাম থাকে তার সবার কাছে বন্ধু ততোদিন
মনের মাধুরী মিশিয়ে সাজায় নানান সাজে ॥

হায় হায় হায় হায় আসল ঘড়ির অর্থ বুঝলাম না
সময় থাকতে সময়ের মূল অর্থ খুঁজলাম না
খাইলাম দাইলাম ঘুরলাম শুধু এই দুনিয়ার মাঝে ॥

যায় যায় যায় যায় দিন চলে যায় কুরআন পড়লাম না
কত নোবেল নাটক পড়লাম হাদীস ধরলাম না
সত্যিকারের খাঁটি মুমিন মুসলিম হলাম না যে ॥

